দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 JUN 1992
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কুরআন শিক্ষা

শিক্ষাঙ্গনে

আমাদের দেশের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের ইসলামিয়াত শিক্ষা দেয়া শুরু হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্ট বুক বোর্ড এই উদ্দেশ্যে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্যে যথাক্রমে তিনটি পৃথক বই চালু রেখেছেন। দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা উত্তরকালে টেকস্ট বুক বোর্ডের এই বইগুলোতে ইসলামের মূলভিত্তি তথা ইসলামের দিশারী পবিত্র কুরআন শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। যার ফলে ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের অন্তরে সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী আল্লাহ্‌র এই কালাম সম্পর্কে কোনরূপ ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি হত না। সঙ্গতঃ কারণেই এসব ছেলে-মেয়ে বড় হয়েও পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়। বিগত কয়েক বছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের এই ভাগ্য বিড়ম্বনার অবসান ঘটেছে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ (প্রায় ৯৫%) প্রাথমিক শিক্ষকগণ কুরআন তিলাওয়াত করতে জানেন না, এমন কি আরবী অক্ষরজ্ঞানও তাদের নেই। এমন শিক্ষক নিতান্তই কম যারা শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে এবং শিক্ষা দিতে পারেন। এখানেই শেষ নয়, দেশের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকদের মধ্যেও একই অবস্থা বিরাজ করছে। মুসলিম জাতি হিসেবে আমাদের এই অজ্ঞতা অত্যন্ত লজ্জাকর এবং দুঃখজনক। ইসলাম বিচ্ছিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থাই নিঃসন্দেহে এর মূল কারণ। সম্ভবতঃ উপরোক্ত অজ্ঞতার কারণেই শিক্ষক প্রশিক্ষকগণ শিক্ষকদের অন্যান্য বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিলেও কুরআন তিলাওয়াত বিষয়ক প্রশিক্ষণ দান থেকে বিরত থাকেন এবং একই কারণে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণও পাঠ্য বইয়ের "কুরআন তিলাওয়াত" অধ্যায়টুকু সযত্নে পরিহার করে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যদান সমাপ্ত করেন। যার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের অবস্থা পূর্বের ন্যায় থেকে যাচ্ছে। এহেন অবস্থা চলতে থাকলে কোন কালেই হেরাগুহার হীরার দ্যুতি আল কুরআনের আলো আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের অন্তর আলোকিত করতে পারবে না। যার সুদূর প্রসারী ফলশ্রুতিতে আমাদের নতুন বংশধররা মুসলিম হয়েও মুশরিকদের ন্যায় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। এই সমস্যার যথাশীঘ্র সমাধান হওয়া উচিত। শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নয়, দেশের সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি কুরআন-হাদীস তথা ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানোও আমাদের কর্তব্য।

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের সত্যিকার কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষাদান করতে হলে সর্বপ্রথমে শিক্ষকদের এই অজ্ঞতা দূর করতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি আমাদের অনুরোধ, তারা যেন অবিলম্বে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কমপক্ষে একজন করে শিক্ষককে আরবী প্রশিক্ষণদান এবং ভবিষ্যতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আরবী অভিজ্ঞদের জন্য নির্দিষ্ট কোটা নির্ধারণের মাধ্যমে এ সমস্যা নিরসন করা যেতে পারে।

বেনিয়াজ জামান মনি